সমাচার দর্পণ

১১০৮ সংখ্যা। বালম ১৮।] ২২ অক্তোবর ১৮৩৬ সাল। শনিবার ১২৪৩ সাল ৭ কার্ত্তিক। SATURDAY, OCTOBER 22D. 1836. [মূল্য মাসে ১ টাকা।

No. 1110. VOL. XVIII.] Published at Serampore every Saturday Morning. [*Price—1 Rupee monthly.*

ইশতেহার।

ভূমি বিক্রয়।

বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে নীচে লিখিতব্য আগামি মাসের মধ্যে ইষ্টেটের সম্পত্তি পূর্ব্বে যদ্যপি খোস কবালায় বিক্রীত না হয় তবে আগামি মাসের মধ্যে আসৈনি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মোর হিকি কোম্পানি আপনারদের নীলাম ঘরে পবলিক নীলামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য যে ডাকিবেক তাহার নিকটে তাহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ।

সেখ তাজুর ইষ্টেটের মধ্যে যে ভূমি সম্পত্তি অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই এবং অন্যেরদের স্থানে অদ্যপর্য্যন্ত যাহা পাওনা আছে তাহা বিক্রয় হইবে।

রাধাকান্ত দাসের ইষ্টেটের ঐ ঐ ঐ

বদন মণ্ডলের ইষ্টেটের ঐ ঐ ঐ

মদনমোহন মল্লিকের ইষ্টেটের ঐ ঐ ঐ

জে জে ফুলুরি সাহেবের ইষ্টেটের ঐ ঐ

ইহার বিশেষ বেওরা ইহার পরে দেওয়া যাইবেক।

ভূমি বিক্রয়।

ধর্ম্মতলার রাস্তায় মৃত জান কুক সাহেবের বহুমূল্য ভূমি।

ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি জানুআরি মাসের প্রথম কোন তারিখে (ঐ তারিখের এত্তেলা তাহার পূর্ব্বে দেওয়া যাইবে) মৃত জান কুক সাহেবের ইষ্টেটের একসেক্যুটরের আজ্ঞাক্রমে মোর হিকি কোম্পানি ৬০,০০০ কোম্পানির টাকাতে নীচে লিখিতব্য ভূমি নীলামে ধরিয়া যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবে তাহার নিকটে বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ ধর্ম্মতলার রাস্তায় যে অতিপ্রসিদ্ধ ও বহুমূল্য ও বৃহৎ বাটী ও ভূমিতে বহুকালাবধি মৃত কুক সাহেবের লিবরি ষ্টেবল অর্থাৎ অশ্বশালা ছিল তাহা এই ক্ষণে কুক কোম্পানি মাসে সিক্কা ৫০০ টাকাতে ভাড়া করিয়া আছেন তাঁহারা ঐ কেরায়াতে আগামি ১ দিসেম্বর তারিখঅবধি সাড়ে তিন বৎসরের নিমিত্ত ভাড়া লইয়াছেন এবং এই বন্দোবস্ত আছে যে ঐ বাটীর মেরামতীকার্য্য তাঁহারা নিজ খরচে করিবন।

ঐ ভূমি সর্ব্বসুদ্ধ ৪৷৷২ চারি বিঘা বার কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহা সংপ্রতি বর্ণ কোম্পানির দ্বারা কোম্পানির ৫২৭৮৫৵৯ খরচে সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ হইয়াছে।

অনেক বৎসরাবধি ধন অর্পণের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রতি যেমন সুযোগের প্রস্তাব হয় নাই তদ্রূপ সুযোগ এই ক্ষণে এই বাটী বিক্রয়েতে দর্শান যাইতেছে।

ইশতেহার।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় মৃত রাজা শিবচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জয়মণি দাসী বধূরাণী ও শ্রীমতী শিবসুন্দরী বধূরাণী এবং রাজা শিবচন্দ্র রায়ের ইষ্টেটের রিসিবর শ্রীযুত এলিয়ট মাকনাটন সাহেব ফরিয়াদী ও মৃত রামকুমার মজুমদারের পুত্র নন্দকুমার মজুমদার ও হরিমোহন মজুমদার ও বেণিচাঁদ মজুমদার ও চন্দ্রকুমার মজুমদার এবং উক্ত মৃত রামকুমার মজুমদারের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী সেই মোকদ্দমায় ১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরি তারিখে যে ডিক্রী হয় তদনুসারে আগামি ১০ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহর বা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা নগরের সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর সাহেবের আপীসে সুবে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত থিওডর ডিকেন্স সাহেবের সম্মুখে নীচে লিখিতব্য বিষয় নিতান্তই বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ লাট নং ১। জিলা যশোরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বরফটি জঙ্গীপুর নামে যে তালুক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামকুমার মজুদার ও নন্দকুমার মজুমদার ও হরমোহন মজুমদারের পাঁচ আনার যে অংশ আছে অর্থাৎ ৯১২৩ ৫৫/১৩৷৷০ সিক্কা টাকা গবর্ণমেণ্টে যাহার সদর মাল গুজারী করা যায় রাহা বিক্রীত হইবেক। পূর্ব্বোক্ত ঐ জমীদারীতে পুথমে ফটিকচন্দ্র মজুমদারের নামে কালেক্টরের বহীতে রেজিষ্টরী করা গিয়াছিল কিন্তু ঐ খাজনা তাঁহার নামেও উক্ত রামকুমার মজুমদার ও নন্দকুমার মজুমদার ও হরিমোহন মজুমদার এবং অন্যান্য যে কএক ব্যক্তির তাহাতে এলাকা আছে তাঁহারদের নিমিত্ত ট্রুষ্টের স্বরূপ দাখিল হইত।

লাট নং ২। এবং জিলা রাজশাহীর বোকিমপুর পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত তরফ পবনানামক যে পাত্তনী তালুক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামকুমার মজুমদার ও নন্দকুমার মজুমদার ও হরিমোহন মজুমদারের তদ্রূপ পাঁচ আনার যে অংশ আছে অর্থাৎ ৪৩৮০ সিক্কা টাকা গবর্ণমেণ্টে যাহার মালগুজারী করা যায় তাহা বিক্রীত হইবেক। শেষোক্ত ঐ তালুক পুথমে ভৈরবচন্দ্র মজুমদারেরনামে রেজিষ্টর করা যায় কিন্তু ঐ মালগুজারী তাঁহার নামেও উক্ত রামকুমার মজুমদার ও নন্দকুমার মজুমদার ও হরিমোহন মজুমদার এবং অন্যান্য যে কএক ব্যক্তির তাহাতে এলাকা আছে তাহারদের ট্রুষ্টর স্বরূপ দাখিল করা যাইত।

লাট নং ৩। এবং জিলা যশোহরের মহম্মদশাই পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কুলচুবানামক যে অপর এক তালুক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর

ইশতেহার।

পূর্ব্বোক্ত আসামী রামকুমার মজুমদারের যে অংশ আছে অর্থাৎ ৫০০ সিক্কা টাকা গবর্ণমেণ্টে যাহার সদর মালগুজারী করা যায় ও বদনচন্দ্র মজুমদারের নামে কালেকটরের বহীতে রেজেষ্টরী করা গিয়াছে তাহা উপরি উক্ত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

লাট নং ৪। এবং জিলা যশোহরের নসুরতশাহি পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামকুমার মজুমদারের এক আনা পাঁচ গণ্ডার অংশ আছে অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার গুরুপ্রসাদ নন্দিরনামে কালেক্টরের বহীতে রেজিষ্টরী করা গিয়াছিল ও ১৫৯৯ সিক্কা টাকা গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী করা যাইত তাহা উপরি উক্ত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

কলিকাতার কোর্ট হৌস।
মাষ্টর সাহেবের আফীস।
৮ অক্তোবর ১৮৩৬।

শ্রীযুত টি ডিকসন।
মাষ্টর সাহেব।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৭ অক্তোবর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জন ফৌণ্টেন সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ উক্ত জন ফৌণ্টেন সাহেবের ঘরের আসবাব বিশেষতঃ মেহগ্নি কাষ্ঠের ওয়াড্রুবস অর্থাৎ কাপড় রাখিবার সিন্দুক ও খাট ও মেজ সেতি কৌচ ও চেষ্টড্রাজ ও পুস্তক রাখিবার সেল্ফ ও ছবি ও রাইটিং বাক্সপ্রভৃতি উপরি উক্ত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৭ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেস দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ বারাসত পরগণার আর্দ্দাবক ও জয়পুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত আবাদিত ও অনাবাদিত যে কএক খণ্ড ভূমি অনুমান ৫৪ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে

ইশতেহার।

ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় ও দিগাম্বর মুখোধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

আগ্রা ও বঙ্গ রাজধানীর রাজস্বসম্পকীয় আইনের পথদর্শক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থের মধ্যে সরকারী রাজস্ববিষয়ক যত আইন রদ না হইয়া কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে চলিত আছে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। বোধ হয় এক আইনও বাকী নাই এবং যে সকল আইন কৌন্সেলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে তর্জমা হইয়াছিল তাহাই অবিকল মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এবং প্রত্যেক প্রকরণের নিম্নভাগে ঐ বিধি কোন২ আইনহইতে সংগ্রহ হইয়াছে তাহা অতিস্পষ্টরূপে লেখা গিয়াছে। কোন২ স্থানে বঙ্গদেশে এক আইন জারী হইয়া তৎপরে তাহা অবিকল অন্যান্য প্রদেশ অর্থাৎ বারাণস ও জয়প্রাপ্ত ও দত্তদেশে বিস্তারিত হইয়াছে। এই স্থলে ঐ বিধান বারম্বার প্রকাশ না হইয়া কেবল তাহার নিম্নভাগে এইমাত্র লেখা আছে যে কোন২ আইনের দ্বারা এইসকল বিধান অন্যান্য দেশে চলন হইয়াছে। এবং তাহার পার্শ্বে ঐ সকল দেশের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে। অতএব যে স্থানের পার্শ্বে কোন দেশের নাম লিখিত নাই সে স্থলে এমত বোধ করিতে হইবে যে ঐ বিধান সর্ব্বসাধারণ প্রদেশেই চলন আছে। কেবল পশ্চিম প্রদেশে যে আইন চলন হয় তাহার মধ্যে কোন২ আইন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় বঙ্গভাষাতে তর্জমা হয় নাই। তদ্রূপ আইনের স্থলে কেবলএই মাত্র লেখা গিয়াছে যে এই আইন তর্জমা হয় নাই অতএব পাঠক মহাশয়েরা যে স্থলে ঐ কথা দেখিবেন সেই স্থলে বোধ করিবেন যে তাহা বঙ্গাদি প্রদেশে চলন না হওয়াপ্রযুক্তই তর্জমা হয় নাই। প্রত্যেক বিষয়ের যে২ বিধান তাহা নানা আইনহইতে সংগ্রহ করিয়া একই অধ্যায় বা একই প্রকরণের মধ্যে অর্পণ করা গিয়াছে।

এই গ্রন্থ দুই বালমে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে প্রত্যেক বালমের মূল্য ১০ টাকা।

মহাভারত।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে কাশীদাসরচিত অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে সুপণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধনপূর্ব্বক মুদ্রিত হইয়া দুই বালমে প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য নূতন ১০ টাকা স্থির করা গিয়াছে।

দেওয়ানী আইনের খোলাসার পরিশেষ।

অর্থাৎ ১৮২৫ সাল লাং ১৮৩০ সালের তাবৎ আইনের খোলাসা অর্থাৎ সারসংগ্রহ। মূল্য ১ টাকা।

ফৌজদারী আইনের খোলাসা।

অর্থাৎ ফৌজদারীবিষয়ক ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮২৫ সালের গবর্ণমেণ্টের আইনের খোলাসা অর্থাৎ সারসংগ্রহ। মূল্য ৫ টাকা।

ফৌজদারী আইনের খোলাসার শেষ।

অর্থাৎ ইং ১৮২৬ সাল লাং ১৮৩০ সালের তাবৎ ফৌজদারী আইনের খোলাসা অর্থাৎ সারসংগ্রহ। মূল্য ১ টাকা।

জমীদারী আইনের খোলাসা।

অর্থাৎ ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত জমীদারীবিষয়ক যে সকল আইন গবর্ণমেণ্টকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারসংগ্রহ। মূল্য ৫ টাকা।

বিবিধ আইনের খোলাসা।

অর্থাৎ ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত হাসিল ও নিমক ও আফীন ও ইষ্টাম্প ও আবকারী ও বাণিজ্যবিষয়ক গবর্ণমেণ্টকর্তৃক যে সকল আইন প্রকাশ হয় তাহার সার সংগ্রহ। মূল্য ৫ টাকা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের পথদর্শক গ্রন্থ।

অর্থাৎ তাঁহারদের আদালতে মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ যে সকল বিধির আবশ্যক হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত আইনহইতে গ্রহণপূর্ব্বক যথাক্রমে অর্পণ হইয়া শ্রীযুত আনরবল বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিপূর্ব্বক প্রকাশিত হইল। মূল্য ১০ টাকা।

ইষ্টাম্পের আইন।

অর্থাৎ ইষ্টাম্পবিষয়ক ১৮৩২ সালের ১০ আইন তদ্দ্বারা পূর্ব্বকৃত তাবৎ ইষ্টাম্প আইন রদ হয়। মূল্য ২ টাকা।

নীলবিষয়ক আইন।

অর্থাৎ ১৮১৮ সালের নীলবিষয়ক যে পাঁচ আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা। মূল্য ।০ আনা।

প্রবোধ চন্দ্রিকা।

মহামহোপাধ্যায় ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকানামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। মূল্য ২ টাকা।

মুগ্ধবোধ।

সকলকে জানান যাইতেছে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ চতুর্থবার শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া জেলদ হইয়াছে ছাপার কেতাবের মূল্য ১ এক টাকা ধরা গিয়াছে। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা কলিকাতার লালবাজারে লালগির্জার সম্মুখে শ্রীযুত মারি সাহেবের নিকটে গেলে পাইবেন।

দিগদর্শন।

অর্থাৎ তাহাতে নানাবিধ উপযোগি সম্বাদসকল বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত। মূল্য ৬ টাকা।

রাজাবলি।

অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় রাজারদিগের বিবরণ ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূল্য ২ টাকা।

যাত্রিকের বিবরণ।

ফিলিক্স কেরি সাহেবকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৪ টাকা।

বিদ্যাহারাবলি।

অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যারবিষয় ফিলিক্স কেরিসাহেবকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ হয়। মূল্য ১৪ টাকা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রথমাগমনাবধি ১৮২২ সালপর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষে কৃত তাবৎ ব্যাপারের উপাখ্যান ২ বালমে প্রকাশিত হয়। মূল্য ৮ টাকা।

পত্রধারা।

তন্মধ্যে পাঠাপাঠ ও পাট্টা ও কবুলিয়ত দরখাস্তপ্রভৃতি এবং শুভঙ্করের আর্য্যা ও ভাষাসমেত চাণক্যের শ্লোক তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত। মূল্য ১ টাকা।

মেপ।

অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় ভারতবর্ষের এক নক্সা তাহাতে তাবৎ প্রধান২ পর্ব্বত নগর নদী গ্রামপ্রভৃতির নামাদি স্পষ্ট লিখিত আছে। মূল্য ১০ টাকা।

হিতোপদেশ।

অর্থাৎ তাহার অর্থ ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

অমরকোষ।

সকলকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অমরসিংহ কৃতাভিধান সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।

গোলাধ্যায়।

অর্থাৎ ভূগোলীয় তাবদ্বৃত্তান্ত বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত। মূল্য ২ টাকা।

সংস্কৃত ভাষায়।

দেবনাগরে অমরকোষ।

দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত তাহার ইঙ্গরেজী শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবকর্তৃক সম্পন্ন হইয়া সুজিসমেত দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত। মূল্য ১২ টাকা।

বাঙ্গলা অক্ষরে অমরকোষ।

সংস্কৃত শ্লোকসকল বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা।

সাংখ্য প্রবচনভাষ্য।

অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ। মূল্য ৫ টাকা।

পারস্য ভাষায়।

ইং ১৭৯৩ লাং ১৮৩১ সালের শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টকর্তৃক তাবৎ আইন প্রকাশিত হইয়া পুনর্ব্বার পারস্য ভাষায় ৯ বালমে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক বালমের মূল্য ২৫ টাকা।

মুনসিফ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের পথদর্শক গ্রন্থ।

অর্থাৎ তাঁহারদের আদালতে মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থে যে সকল বিধির আবশ্যক তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত আইনহইতে গৃহণপূর্ব্বক যথাক্রমে অর্পণ হইয়া শ্রীযুত আনরবল বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিতে প্রকাশিত হইল। মূল্য ১০ টাকা।

ইষ্টাম্পের আইন।

অর্থাৎ ইষ্টাম্পবিষয়ক ১৮৩২ সালের ১০ আইন তদ্দ্বারা পূর্ব্বকৃত তাবৎ ইষ্টাম্প আইন রদ হয় মূল্য ২ টাকা।

PUBLICATIONS OF THE SERAMPORE PRESS.

Moonsiffs and Ameens' Guide Book.

Guide Book for Moonsiffs, Sudder Ameens, and Principal Sudder Ameens, containing all the Rules necessary for the conduct of suits in their Courts. Extracted from the Regulations of Government and methodically arranged. Printed in English. 8vo. Price 10 Rupees.

The same Work in Bengalee. Price 10 Rupees.

The same Work in Persian. Price 10 Rupees.

Guide to the Revenue Regulations.

Guide to the Revenue Regulations of the Presidencies of Bengal and Agra; containing all the unrepealed Enactments of Government, in Revenue matters, methodically arranged and corrected to the 1st September, 1835, by John C. Marshman. In 2 volumes Royal Octavo. Price 20 Rupees.

The same Work in Bengalee. Price 20 Rupees.

The same Work in Persian. Price 20 Rupees. *In the Press.*

Macnaghten's Hindoo Law.

Considerations on the Hindoo Law as it is practised in Bengal, by the Hon. Sir F. W. Macnaghten, Kt. 4to. Price 20 Rupees.

Munoo Sunghita.

The Institutes of Munoo, with the commentary of Koolluk Bhuttu, printed in the original Sungskrita in the Bengalee character. Price 4 Rupees.

Regulations of Government in Bengalee.

The Regulations of the Bengal Government, revised under the authority of Government, and printed *in Eight volumes* quarto, down to the year 1833. Price 100 Rupees the entire set, or 20 Rupees a volume.

Regulations of Government in Persian.

The Regulations of the Bengal Government, translated into the Persian Language. A new edition, carefully revised under the orders of Government and printed *in Nine volumes*, to the year 1831. Price of the entire set 150 Rupees, or 20 Rupees each volume.

Bengalee Dictionary.

A Dictionary of the Bengalee language, compiled by the Rev. Dr. Carey, in three Volumes, 4to. Price 50 Rs.

Bengalee Dictionary.

In two Volumes, 8vo. The first Volume consists of an Abridgement of the forementioned Dictionary; the Second Volume is a Dictionary, English and Bengalee, compiled by Mr. Marshman. Price 10 Rs. the set, or 6 Rs. the separate Volume.

Brief View of History.

A Brief View of History from the creation of the world to the birth of Christ, compiled, and translated into Bengalee by John C. Marshman; the English and Bengalee are printed on the same page. 12mo. Price 3 Rs.

Murray's Grammar.

The Abridgement of Murray's English Grammar, translated into the Bengalee language, by John C. Marshman. The original rules in English are printed with the translation. Price 1 R.

Bengalee Grammar, 8vo.

A Grammar of the Bengalee language, compiled by the Rev. Dr. Carey. *Fourth Edition.* Price 2 Rs.

Colloquies, 8vo.

Colloquies, in Bengalee and English, intended to facilitate the acquisition of the Bengalee language, compiled by the Rev. Dr. Carey. *Third Edition.* Price 2 Rs.

The Dig-durshun, 8vo.

The Dig-durshun, or India Youth's Magazine, containing a variety of useful information. The Bengalee translation is printed on the page opposite to the original English. Price of the 16 Numbers 8 Rs.

Anecdotes of Virtue and Valour.

A Translation in Bengalee of a selection of Anecdotes of Virtue and Valour, 12mo. The English and Bengalee are given on opposite pages. Price 2 Rs.

The History of India.

From the arrival of the English in India to the close of the Marquis of Hastings's administration, compiled and translated by John C. Marshman, 2 vols. 8vo. Price 8 Rs.

The Ramayun.

The Metrical Translation of the Ramayun executed by the celebrated Kriteebass, and revised by a learned hand. Second Edition. Price 8 Rs.

Sungskrit and Bengalee Grammar.

The Moogdhubodha, or Grammar of Vopa Deva, with the Rules in Sungskrit and the meaning in Bengalee. Price 2 Rs.

Butrisha Singhasun.

The Butrisha-Singhasun, or the 32-imaged Throne, written in Bengalee by Mritoonjuya Vidyalunkar. *Third Edition.* Price 2 Rs.

Hitopudesha.

The Hitopudesha or Salutary Instruction, translated into Bengalee from the original Sungskrit, by Mritoonjuya Vidyalunkar. *Third Edition.* Price 2 Rs.

Raja Vuli.

Raja *Vuli*, a History of India, composed in Bengalee by Mritoonjuya Vidyalunkar. Price 2 Rs.

The Bengalee Letter-Writer.

Containing Forms of Bengalee Letters, Pottahs, &c. &c. *Third Edition.* Price 1 Rupee.

Dig-durshun.

The Dig-durshun, or Indian Youths' Magazine, in Bengalee only. Price 6 Rs.

সমাচার দর্পণ

শনিবার ২২ অক্তোবর ১৮৩৬।

ঠগ।

পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন যে কিয়ৎকালাবধি ভারতবর্ষের মধ্যে তাবৎ স্থানে ঠগের ব্যবসায় একেবারে সমূলোৎপাটনার্থ গবর্ণমেণ্ট মহোদ্যোগ করিতেছেন। ঠগ উচ্ছিন্নকরণের তাবৎ কার্য্য কাপ্তান শ্রীযুত শ্লিমন সাহেবের অধীনে আছে এইক্ষণে তদ্বিষয়ে ঐ সাহেবের এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্ট প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির এমত বোধগম্য হইত না যে ভারতবর্ষের মধ্যে এত দ্রূপ কুব্যবহার চলিতেছে কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে ঠগেরা মহা এক দলবদ্ধ জাতি ভারতবর্ষের মধ্যে ইতস্তত বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছে। তাহারদের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে যাহারা কেবল ঠগের মন্ত্র লইয়াছে তাহারাই ঐ ভাষা বুঝিতে পারে। ঐ ভাষার এক অভিধান শ্রীযুত কাপ্তান শ্লিমন সাহেব আপনার রিপোর্টের মধ্যে অর্পণ করিয়া তাহার প্রত্যেক কথার অর্থ লিখিয়াছেন ঐ অভিধান ৭০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। ঠগেরদের এমত দৃঢ় প্রত্যয় আছে আমারদের ঐ ব্যবসায় কালীর প্রসন্নতায় হইতেছে অতএব তাহারা যত খুন করুক না কেন খুনের বিষয়ে তাহারদের অনুতাপ হয় না। তাহারা আপন গুরুর স্থানে মন্ত্র লইয়া দীক্ষিত হয় এবং ঐ গুরু তাহারদের অস্ত্রশস্ত্রসকল অভিষেক করিয়া দেন এবং তাহারা সকলই দৃঢ় বোধ করে যে আমরা কালীর আশ্রয়ে আছি এবং যত মনুষ্যকে আমরা খুন করি সেই সকলই কালীর নিকটে নর বলিদান স্বরূপ হয়। তাহারা কখন নিরর্থক কোন নির্দয়তাচরণ করে না। কেবল অর্থের আবশ্যক হইলেই মানুষ খুন করে। স্ত্রী হত্যা করা তাহারদের অতিনিষেধ আছে এবং তাহারা বোধ করে যে এই নিষিদ্ধ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করাতে আমারদের দুর্দশা হইয়া ব্যবসায় লোপের উপক্রম হইয়াছে। সিন্ধু যমুনা নর্ম্মদা এই তিন নদীর মধ্য স্থানে কোনং ঠগেরা স্ত্রী হত্যা করিয়াছিল এইপ্রযুক্ত তাহারা বোধ করিয়াছে যে কালী রুষ্টা হইয়া আমারদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন।

এই অনিষ্ট ব্যাপার উচ্ছিন্নকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের নানা স্থানে সরকারী কর্ম্মকারকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া কেবল এই মাত্র ভার দিয়াছেন যে তাঁহারা ঠগেরদিগকে ধৃত করিয়া একেবারে ঐ ব্যবসায় উচ্ছিন্ন করেন। এই নিমিত্ত কোনং অতি মশহূর ঠগেরা আপনারদের সঙ্গি অন্যান্য ঠগেরদিগকে ধরাইয়া দেওয়াতে প্রাণ দণ্ড ক্ষমা পাইয়াছে। যদ্যপি কেহ বোধ করেন যে এমত ভারি কুব্যবহার ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না তাহার প্রমাণার্থে শ্রীযুত কাপ্তান শ্লিমন সাহেবের রিপোর্টহইতে আমরা এক বিশেষ উদাহরণ দর্শাইতেছি। ১৮৩০ সালে ফৃঙ্গিয়ানামক এক জন প্রধান ঠগ ধৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধৃত করণার্থ ৫০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঐ ঠগ ধরা পড়িয়া কাপ্তান শ্লিমন সাহেবকে কহিল যে আপনি যদি আমার প্রাণ রক্ষা করেন তবে যে কএক দল মশহূর ঠগ খাণ্ডেশ ও গুজরাটে গমনার্থ আগামি ফেব্রুআরি মাসে জয়পুরে একত্র হইবে তাহারদিগকে আমি ধরাইয়া দিব সাহেবের প্রত্যয় জন্মানার্থ ঐ ব্যক্তি আরো কহিল যে সাগরহইতে দুই মঞ্জিল অন্তর ছেলোড়া গ্রামে আমাকে লইয়া যাউন সেই স্থানে ঠগের বিষয়ে আমি বিশেষ প্রমাণ দর্শাইব তাহাতে শ্রীযুত কাপ্তান শ্লিমন সাহেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন এবং যে আম্রবাগান সামান্যতঃ তাম্বু ফেলিবার উপযুক্ত ঐ স্থানে সাহেব তাম্বু ফেলিলেন। তৎপর দিবস প্রত্যূষে ফৃঙ্গিয়া ঐ বাগানের মধ্যে তিন স্থানে দেখাইয়া কহিল যে এইং স্থানে আমার দলস্থ ঠগেরা পথিকেরদিগকে বারম্বার খুন করিয়া পুতে রাখিয়াছে। তাহাতেও সাহেবের বিশ্বাস না হওয়াতে কহিল যে তবে এই স্থান খনন করিয়া দেখুন তাহাতে তিনচারি হাতপর্য্যন্ত খনন করিয়া এক স্থানে এক জন পণ্ডিত ও তাঁহার ছয় জন পরিচারকের শব পাওয়া গেল তাঁহারদিগকে ১৮১৮ সালে খুন করিয়াছিল। অপর স্থানে ১৮২৪ সালে এক হাওয়ালদার ও চারি জন সিপাহীকে খুন করে তাহারদের শব দৃষ্ট হইল অন্য এক স্থানে ঐ পণ্ডিতেরদের খুন করণের পরে যে চারি জন গঙ্গাজল বাহক ব্রাহ্মণকে খুন করে তাঁহারদের শব দেখা গেল। আরো ঐ ব্যক্তি কহিল যে এই বাগানের মধ্যে ঠগের খুন করা এমত এক শত শব দেখাইতে পারি।

ধরা পড়িবার সম্ভাবনাপ্রযুক্ত ঠগেরা কখন রক্তপাত করে না তাহারদের খুন করণের কেবল এক অস্ত্র ফাঁসের দড়ি। তাহারা পাঁচ সাত দশ কখন বা অধিক জন দলবদ্ধ হইয়া বাহির হয় এবং পথিক লোকেরদের সঙ্গে মিলে সুযোগ পাইলেই তাহারদের সর্ব্বস্ব লইয়া ফাঁসি দিয়া খুন করে। পরে আপনারদের সঙ্গের কোদালির দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পুঁতে রাখে কখনং তাহারা জমিদারেরদের সঙ্গে যোগ করিয়া ঐ লুণ্ঠিত ধনের অংশ দেয় তাহাতে জমিদারেরা তাহারদিগকে আশ্রয় দেন। এইক্ষণে প্রায় দুই হাজার ঠগ গ্রেফ্তার হইয়াছে। ইণ্ডোরে ১৫০ ঠগ ধৃত হইয়া বিচারিত হইয়াছে হয়দরাবাদে ৮৪ জন এবং সাগর ও জবলপুরে ১২০০ ঠগ ৯৪৭ ব্যক্তিকে খুন করণ সাব্যস্ত হইয়া অপরাধী হইয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ ২৫০ ঠগ সাক্ষ্য দেওনার্থ প্রাণ দণ্ডের ক্ষমা পাইয়াছে। যাহারদের দোষ প্রমাণ হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩৮২ জনের ফাঁসি দেওয়া গিয়াছে। ৯০৯ জন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছে।

ঠগেরা এই নিশ্চয় জানে যে মৃত ব্যক্তি কখন চুগলি করে না অতএব তাহারা এই অবধারণানুসারে নিয়ত চলিয়া আপনারদের কুব্যবহারের সাক্ষী কেহ না থাকিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ ব্যাপার কেহ দেখিলেও তাহাকে খুন করে। এবং অনেক লোক একত্র থাকিলে যেপর্য্যন্ত সকলকেই নির্ব্বিঘ্নে খুন করিয়া সারিতে না পারিবে বুঝে সেইপর্য্যন্ত এক জনকেও খুন করে না। পথিক লোকেরা প্রায় কিছু সন্দেহ না করিয়া চলিতে থাকে তাহারদের সঙ্গে ঠগেরা মিলিয়া অনেক দিন কখনং অনেক সপ্তাহপর্য্যন্ত ও সঙ্গেং চলিয়া একত্র খায়দায় শোয় ও পথিমধ্যে যে দেবালয় থাকে তাহাতে গিয়া পূজাদি করে এবং পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহারদের সঙ্গে ব্যবহার করে পরে উপযুক্ত সময় ও স্থান পাইলেই তাবৎকে একেবারে খুন করিয়া শেষ করে।

শ্রীযুত কাপ্তান শ্লিমন সাহেব লেখেন যে বঙ্গ ও বেহার উড়িষ্যা এই তিন অঞ্চলের ঠগ ধরিবার তাদৃশ ভরসা নাই। বঙ্গ দেশের নদীর ঠগ বর্দ্ধমান জিলাতে এবং গঙ্গাতীরে বাস করে অতএব তাহা

SUMACHAR DURPUN.

SATURDAY, 22D OCTOBER, 1836.

Thugs.

Our readers are acquainted with the fact, that Government have adopted the most vigorous measures for the entire suppression of thuggery throughout India. They have just published the report of Captain Sleeman who superintends the operation for their suppression. Before the publication of this work, no one could have believed that this infamous system was carried to such an extent in India. But it is now discovered that the Thugs form a large and united body and are scattered over all parts of India; that they have a separate vocabulary which is known only to those who have been initiated. Of this vocabulary Captain Sleeman has given a translation which occupies more than 70 pages. The Thugs believe universally that their system is under the auspices of the goddess Kalee, and there is not one of them therefore who feels the slightest remorse for any of the murders he may have committed. They are regularly initiated by their priests who give them various *muntras* and blesses their weapons; and they consider themselves therefore under the special protection of that deity, and all those whom they have put to death as sacrificed to her. They never engage in any wanton cruelty and never murder except where it appears to them necessary. The murder of women is a violation of their rules, and they consider that their present difficulties, and the probable suppression of their profession, arises entirely from their having violated this part of the rules. Some of the Thugs inhabiting the countries between the Indus, the Jumna, and Nerbudda, have ventured to murder women, and they consider therefore that their protecting goddess has now abandoned them.

In order to break up this system, Government have appointed various officers in various parts of India, whose sole business is to discover and root out the Thugs. It has been necessary therefore to allow some of the most notorious to escape with their lives, on condition of their making a full discovery of their companions. Lest any one should doubt that such a system exists, we will mention a particular instance recorded by Capt. Sleeman. In 1830, Feringeea, a Thug leader was seized. Government paid 500 Rs. for his arrest. He told Capt. Sleeman that if his life were spared, he would secure the arrest of the several large gangs who were in Feb. to rendezvous at Jeypore, and proceed to Goozrat and Candeish, and in order to assure Capt. Sleeman of his truth, he requested to be put to the proof and to be taken through the village of Sehlodah, which lays two stages from Saugor. Capt. Sleeman accordingly proceeded with him to the place and pitched his tents, where tents are usually pitched in a small mangoe grove. The next morning Feringeea pointed out three places in the grove where he and his gang had deposited at different times the bodies of three parties of travellers. Capt. Sleeman was incredulous, but the Thug requested that those spots might be dug up, and on digging rather more than five feet, in one place were found the bodies of a pundit and six attendants who had been murdered in 1818; in another place the body of a havildar and four sepoys murdered in 1824, and in the third place, the bodies of four brahmuns, carriers of Gungajul, murdered soon after the pundit. He said that in that grove he could dig up the bodies of more than a hundred persons.

The Thugs never shed blood because it leads to discovery. They have only one weapon which is a rope; they go out in bodies of ten or twelve, some times in greater numbers, join themselves with travellers, and when they have an opportunity strangle them, dig a hole in the earth with their pickaxes, and bury the bodies. In many cases they share their plunder with the Zemindars, and are therefore often protected by them. Nearly 2000 Thugs have been arrested; 150 have been arrested and tried at Indore; 84 at Hydrabad. At Saugor and Jubbulpore, 1200 have been convicted of the murder of 947 persons, and 250 have been admitted as King's evidence. Of the Thugs who have been convicted, 382 have been hung, and 909 transported.

It is a maxim with these assassins that "dead men tell no tales," and upon this maxim they invariably act. They permit no living witness to their crimes to escape, and therefore never attempt the murder of any party until they can feel secure of being able to murder the whole. They will travel with a party of unsuspecting travellers for days, and even weeks together, eat with them, sleep with them, attend divine worship with them, at the holy shrines on the road, and live with them in the closest terms of intimacy, till they find time and place suitable for the murder, of the whole.

Capt. Sleeman writes "the provinces of Behar, Bengal, and Orissa, are those in which my hopes of final success are perhaps least sanguine. The river Thugs of Bengal, who reside chiefly in the district of Burdwan, on the banks of the Hooghly, will defy all our efforts unless some special measure be adopted by Government for the suppression of their system

রদের ব্যবসায় উচ্ছিন্নকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট যদি কোন বিশেষ উদ্যোগ না করেন তবে আমারদের এই তাবৎ উদ্যোগও বিফল হইবে। এইক্ষণে তাহারদের বিনাশকরণের যেমন উপায় আছে এমন পরে হওনের সম্ভাবনা নাই। অনুমান দুই তিন শত ঠগের কম নহে বঙ্গ দেশে থাকে এবং তাহারদের প্রায় ২০ খান নৌকা আছে সেই সকল নৌকা নবেম্বর দিসেম্বর জানুআরি ফেব্রুআরি মাসে গঙ্গার উজানে ও ভাটিয়ানে গমনাগমন করে। প্রত্যেক নৌকাতে ন্যূনাধিক ১৪ জন করিয়া ঠগ থাকে এবং তাহারা নানা কার্য্যে নিযুক্ত হয় কেহ২ গুণ টানে কাহাকেও বা সামান্য নৌকার দাঁড়ি মাজির ন্যায় দেখা যায় কেহ বা সোঠা অর্থাৎ ফুসলানিয়া তাহারা নৌকার পশ্চাৎ২ রাস্তায় থাকে নদীর ধার দিয়া যে পথিকেরা যায় তাহারদিগকে নানা ছলে ফুসলাইয়া নৌকাতে আনিয়া তোলে। পথিকেরা দেখে ঐ নৌকার মধ্যে অতিপোশাক পরিচ্ছদ করিয়া কএক জন বিশিষ্ট ভদ্র লোকের ন্যায় বসিয়া আছে এবং তাহারা কহে যে আমরা গয়া কাশীপ্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাইতেছি বা তথাহইতে আসিতেছি। ফলে উহারাই ফাঁসুড়িয়া। যখন ঐ নৌকার মাজি বৈ করিয়া এই শব্দ সঙ্কেত করে তৎক্ষণাৎ তাহারা পথিকেরদের গলায় ফাঁসি দিয়া পৃষ্ঠ দেশের অস্থি ভাঙ্গিয়া নৌকার খিড়কী দ্বারা শব জলে ফেলিয়া দেয়। প্রত্যেক নৌকাতে দুই দিগে খিড়কী থাকে গঙ্গারদিগের খিড়কী দিয়াই কর্ম্ম শেষ করে।

একই দল ঠগের তিন চারি খান নৌকা দুই তিন চারি ক্রোশ অন্তর২ আসিতে থাকে। অতএব পথিক লোক যখন এক নৌকার ফুসলানিয়া লোকের প্রতি কোন সন্দেহ করে বা বিরক্ত হয় অথবা যে ঘাটে ঐ নৌকা লাগান থাকে সেই ঘাটের অভদ্রতাপ্রযুক্ত নৌকাতে উঠিতে অনিচ্ছুক হয় তখন ঐ ঠগেরদেরই অপর এক নৌকার অন্য এক জন ফুসলানিয়া আসিয়া যোটে এবং সঙ্কেতে পথিকের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার সঙ্গে নানা কথা কহিয়া বলে যে এইবেটার নৌকাতে উঠিতে আমারো সন্দেহ হয় ইত্যাদি কহিয়া আপনারদের অপর এক নৌকাতে লইয়া গিয়া কার্য্য সিদ্ধি করে। তাহারা কখন রক্ত পাত করে না যদি খুনকরণ সময়ে এক ফোটা রক্ত তাহারদের গাত্রে লাগে তবে ফিরে গিয়া কালীর পূজাদি করিয়া কোন প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য করে। যে দ্রব্যেতে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে এমত কোন দ্রব্য আপনারদের নৌকাতে রাখে না যেহেতুক পরমিট পঞ্চত্বরার লোকের তল্লাসিহওনের সম্ভাবনাই থাকে না বঙ্গদেশীয় ঠগেরা কখন স্ত্রী লোককে খুন করে না। তাহারদের মধ্যে অনেক মোসলমান ও অন্যান্য হিন্দু জাতীয় থাকে তাহারা লুঠকরণার্থ গঙ্গা দিয়া কানপুরপর্য্যন্ত উজানে ভাটিয়ানে গমনাগমন সময়ে এতদ্রূপে ঠগী ব্যাপার করিয়া থাকে। যে লোডাহা ও মুটিয়া ও জমালডিহি ঠগেরা বেহার ও বঙ্গ দেশে বাস করে তাহারদের সকলেরই এই নদীর ঠগেরদের সঙ্গে জান পচান আছে এবং তাহারদেরও প্রায় তাবৎ ব্যাপার গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর তীরে হয় এবং খুন করিয়া নদীতেই শব ফেলিয়া দেয়। তাহারদের ঠাপ্পা অর্থাৎ আড্ডা প্রায় গঙ্গার তীরে যে স্থানে বড়২ রাস্তা ও যে রাস্তায় অনেক লোক চলে সেই স্থানে আছে এবং তথায় অনেক কালপর্য্যন্ত তাহারা একত্র থাকিয়া পথিকেরদিগকে ঐ স্থানে ফুসলাইয়া রাত্রিযোগে শয়নাদির স্থান দিয়া রাখে পরে তাহারদিগকে খুন করে। যখন ঠগি নৌকার সঙ্গে দেখা হয় এবং লুঠেরা সম্ভাবনা থাকে তখন তাহারদের কেহ২ ঐ নৌকাতে গিয়া খুনের সাহায্য করে তাহাতে যত লুণ্ঠিত পায় তাহা আপনারা ভাগযোগ করিয়া লয়।

বঙ্গদেশস্থ ঠগেরদের প্রধান সরদার আমাক যেমন কহিয়াছে তদ্রূপ লিখলাম।

শ্যাম সরকার ৬০ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ তাহার অধীনে ২ নৌকা ২৫ জন ঠগ আছে।

হরি সরকার ৬৫ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ২ নৌকা ৩০ জন ঠগ।

নারায়ণ বাবু ৩২ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ৭ নৌকা ৫০ জন ঠগ।

খরক বাবু ৩৫ বৎসর বয়স্ক কায়স্থ ৭ নৌকা ৫০ জন ঠগ।

দিনদার আলী ৪০ বৎসর বয়স্ক মোশলমান ১০ জন ঠগ। খরক বাবুর স্থানে নৌকা ভাড়া করিয়া লয়।

শিবদয়াল বাবু ২৫ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ৮ জন ঠগ। নারায়ণ বাবুর স্থানে নৌকা ভাড়া লয়।

জেদধন ৩৫ বৎসর বয়স্ক দুসাদ জাতীয় ৯ জন ঠগ। ঐ ঐ ঐ।

জয়পাল ৩০ বৎসর বয়স্ক কায়স্থ ২০ জন ঠগ।

সেক মোমিন ৫৬ বৎসর বয়স্ক মোসলমান ২০ জন ঠগ। হরি সরকারের সঙ্গে ও তাহার নৌকাতে কার্য্য করে। নৌকার স্বামি ব্যক্তি এক ব্যক্তির ফাঁসির অনুসারে লুণ্ঠিত অর্থ পায়।

বন্দুয়ান।

সংপ্রতি মালাকার গ্রাণ্ডজুরীর শ্রীযুত সাহেবেরা তত্রস্থ শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট শেষ যে দরখাস্ত করেন তাহাতে লেখেন যে যে সকল বন্দুয়ানেরা ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থিত হইয়া এই দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারদের মিয়াদ গত হওনের পর গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে স্বদেশে পঁহুছাইয়া না দিয়া বরং এমত অনুমতি দিয়াছেন যে তাহারা এই স্থানে বাস করুক এবং তাহারা আপনাদের জীবিকার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করুক। ইহাতে দুই অনিষ্ট ব্যাপার ঘটিতেছে। প্রথমতঃ এই যেবন্দুয়ানেরা দ্বীপান্তরে প্রেরণের মিয়াদগতে ফিরে আইলে তাহারদের প্রতিবাসি দুষ্ট লোকেরা ঐ দণ্ডের বিষয় জ্ঞাত হইয় যে হিতজনক চেতনা পইত তাহ সুদূরগত হয় দ্বিতীয়তঃ যে স্থান তাহারদের দণ্ডভোগার্থ নিরূপত হইবে অভাগ্যক্রমে সেইস্থানীয় নিরীহ লোকেরদের মধ্যে এক দল অতিকঠিন অপরাধিরদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। বন্দুয়ানেরদের দণ্ড দেওনার্থ দ্বীপান্তরে প্রেরণ নিয়মেতে ভদ্রতার সর্ব্বপ্রকারেই সন্দেহ হইতেছে কিন্তু কেবল সরকারের ব্যয় হওনবিষয়ে নিঃসন্দেহ। অতএব তাহারদিগকে ভারতবর্ষের মধ্যে রাখিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে আজ্ঞা দিলে তাহারা পরিশ্রম করিয়াই আপনারদের আহারের সংস্থান করিতে পারে। পূর্ব্বে তাহারা ডাকাইতী করিয়া যেমন পরধন হরণে গুজরান করিত তদ্রূপ দণ্ড ভোগকরণসময়ে যদি বিনা পরিশ্রমে পরের স্থানে আহার না পায় তবে তুল্যই পরের ধনে তাহারদের গুজরান চলিল।

and we have, to promote its success, a combination of circumstances almost too favourable to be hoped for. They are supposed to be between two and three hundred, and to employ about twenty boats, which pass up and down the Ganges during the months of November, December, January, and February. Each boat is provided with a crew of about fourteen persons, all Thugs, but employed in different capacities. Some are employed in pulling the boat along by a rope, and appear like the dandies or rowers and pullers of ordinary boats; some as Sothas, or inveiglers, follow the boats along the roads that run parallel with the river, and by various arts prevail upon travellers to embark as passengers on board their boats, where they find many Thugs well dressed, and of the most respectable appearance, pretending to be going on or returning from a pilgrimage to the holy places of Guya, Benares, Allahabad, &c. these are the stranglers, who on a signal given by the man at the helm on deck (Bykureea), strangle the travellers, break their back bones and push them out of a window in the side into the river. Each boat has one of these windows on each side, and they are thrust out of that facing the river.

"Several boats belonging to the same association follow each other at the distance of from four to six miles, and when the travellers show any signs of disliking or distrusting the inveigler of one, or any disinclination to embark at the ghaut where his boat is to be found, the inveigler of the one in advance learns it by signs from the other, as he and the travellers overtake him. The new inveigler gets into conversation with the travellers, and pretends to dislike the appearance of the first and thus contrives to get him on his own boat. These men never shed blood, and if any drop touch them they must return and offer sacrifices of some kind or other. They never keep any article that can lead to suspicion, as their boats are constantly liable to be searched by the custom-house officers. Nothing I believe could tempt them to murder a woman. This class contain Mahomedans and Hindoos of all casts, and they go up the river Ganges as far as Cawnpore it is said; and they carry on their depredations as well going down as coming up the river. The Lodahas Moteeas, and Jumaldehee Thugs, who reside in Behar and Bengal, are all acquainted with them, as the principal scene of their operations is along the banks of the Ganges and other large rivers into which they throw the bodies of their victims. Their resting places or Thapas, are almost always upon the banks of these rivers, where the large and most frequented roads approach nearest to them; and there they remain for a long time together, destroying such travellers as they can persuade to spend the night with them. When they fall in with the boats, and see a chance of a good prize, some of the members of their gang go on board and assist in the murder; and the whole gang shares equally with that of the boatmen in the spoil."

"The following have been mentioned to me as the principal leaders of this class.

Sham Sirkar, aged 60, a bramhun, 2 boats, 25 thugs.

Huree Sirkar, aged 65, a bramhun, 2 boats, 30 thugs.

Naraen Baboo, aged 32, a bramhun, 7 boats, 50 thugs.

Khuruck Baboo, aged 35, a kaet, 7 boats, 50 thugs.

Deendar Alee, aged 40, a moosulman, 10 thugs—hires a boat from Khuruck Baboo.

Sewdeeal Baboo, aged 25, a bramhun, 8 thugs—hires a boat from Naraen Baboo.

Jeddhun, aged 35, a doosad, 9 thugs—hires a boat from ditto.

Jypaul, aged 30, a kaet, 20 thugs—ditto ditto.

Sheik Momeen, aged 56, a moosulman, 20 thugs—acts in conjunction with Huree Sirkar and in his boats. The owner of the boats gets from the boat the share of one man."

Convicts.

The Grand Jury of Malacca, in their last presentment to the Recorder, stated that the convicts who were transported from India to that settlement, after the expiration of the period of banishment were not restored by Government to their own country, but were permitted to remain there, and obtain a livelihood for themselves in the best manner they were able. By this unwise course, two evils are created; the salutary warning which their punishments might inspire in their own native neighbourhood on the return of the convicts from transportation is lost; and a body of hardened offenders is let loose on the peaceful inhabitants of the settlement which had been unhappily selected as the scene of their punishment. The transportation of convict, is a very doubtful mode of punishment in every respect, but the expense it entails on the state. Keep these men at hard labour in India, and they would support themselves by their own exertions, and cease to prey on the innocent, almost as much when they are in confinement, as when they were at large.

বোম্বাই।

অবগত হওয়া গেল যে বোম্বাইর শ্রীল যুত গবর্নর্ সাহেব সংপ্রতি সাড়ে তিন পোশাকের এক খেলওয়াৎ ধাপুরী নিবাসি শ্রীযুক্ত রাও সাহেব বঙ্কট রাওকে প্রদান করিয়াছেন তিনি ইহার পূর্ব্বে ধারওয়ারের এতদ্দেশীয় জজ ছিলেন এবং এইক্ষণে বেলগাঁর কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার গুণ ও সচ্চরিত্রতা বিষয়ে অতি ভদ্র জ্ঞান করিয়া এতদ্রূপ সম্মানসূচক বস্ত্র দান করিয়াছেন। গেজেট পাঠ করিয়াও জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধিও প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে বোম্বাইর বিদ্যাধ্যয়নের সোসৈটি শ্রীযুত দাডোবা পাণ্ডুরং ও নানা নারায়ণকে মনোনীত করিয়া মাসিক ১২৫ টাকা বেতন স্থির করিয়া ইণ্ডোরে জায়ড়া ও জবুয়ার যুবরাজেরদিগকে ইঙ্গরেজী শিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। আমারদের পাঠক মহাশয়েরা প্রায় সকলই অবগত আছেন যে ঐ দুই জন শিক্ষক মহারাষ্ট্রীয় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং ঐ যুবরাজেরদের বিদ্যা শিক্ষা মহাকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যেমন উত্তম শিক্ষকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন তদ্রূপ অপর দুর্লভ।

শ্রুত হওয়া গেল যে সপ্তাহ দ্বয়ৈক হইল ভাটি জাতীয়া এক স্ত্রী সহগমনার্থ বোম্বাইহইতে জফরাবাদে গমন করেন। ঐ স্থান সিদ্ধি জাতীয় রাজার অধীন শুনা গেল এই প্রথমবার ঐ জাতীয় ঐ এক স্ত্রী মাত্র সতীহওনার্থ গিয়াছে।

কিন্তু পাঠক মহাশয়েরা শ্রবণ করিয়া কিরূপ আশ্চর্য্য বোধ না করিবেন যে ঐ জাতীয় ঐ স্ত্রী গত বুধবারে নৌকারোহণে এইঅভিপ্রায়ে জফরাবাদে গেলেন যে তিনি আপনার পুত্রের অস্থি লইয়া চিতারোহণ করিবেন। ঐ স্ত্রী কহেন যে আর জন্মে ঐ পুত্র আমার স্বামী ছিলেন। তাঁহাকে যখন লোকেরা ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিল তখন তিনি হস্তদ্বয় রগড়াইয়া কিঞ্চিৎ রক্তগুঁড়া বাহির করিয়া দেখাইলেন। এই অদ্ভুত প্রমাণ পাইয়া দিদৃক্ষু লোকেরা একেবারে মহাহর্ষে জয়ধ্বনি করত তাহার অনুব্রজ্যাপূর্ব্বক নৌকাপর্য্যন্ত গমন করিল। যে ব্যক্তি সেই স্থানে থাকিয়া স্বচক্ষেই এই ব্যাপার দেখিয়াছেন তাঁহার স্থানে আমরা শুনিলাম অতএব ইহার সত্যত্বে কিছু সন্দেহ নাই।

আগ্রাতে খুন।

আগ্রা আকবরদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখের রাত্রিযোগে প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টাসময়ে এক ব্যক্তি ৬১ রেজিমেণ্টের ছাউনিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে জগন্নাথ সিংহ সিপাহী কোথায় তাহাতে জগন্নাথ অগ্রসর হইয়া কহিল যে কিনিমিত্ত আমাকে তত্ত্ব করিতেছ পরে সেই ব্যক্তি অতিবিনয় করিয়া কহিল যে আমি ভ্রান্তিপ্রযুক্ত এই ছাউনিতে আসিয়াছি। আমি যে জগন্নাথের অন্বেষণ করিতেছি তিনি সপ্তবিংশ রেজিমেণ্টের ছাউনিতে আছেন এইমাত্র কহিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সেই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরেই ফিরে আইল। জগন্নাথ তাহাকে দেখিয়া কহিল যে এইক্ষণে আমি জানিলাম যে তুই চোর অতএব কোতখানায় তোকে লইয়া যাইব ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ তলওয়ার আনয়নার্থ আপন ছপ্পরের মধ্যে গেল। পরে এক জন স্ত্রীলোক ঐ বিষয়ে কোন কথা কহাতে জগন্নাথ তাহাকে পদাঘাত করিয়া মস্তকে ও বক্ষে তলওয়ারেও দুই কোপ মারিল তাহাতে ঐ স্ত্রী তৎক্ষণমাত্রই মরিলে হন্তা পলায়ন করিল। অনন্তর ৬১ রেজিমেণ্টে নূতন নিযুক্ত যুব এক জন সিপাহী এই গোল শুনিয়া জগন্নাথের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল জগন্নাথও তাহার উপর পড়িয়া পরস্পর কাটাকাটি করাতে তলওয়ারের দুই আঘাতে ঐ নূতন সৈন্য জগন্নাথকর্তৃক হত হইল।

পরে হন্তা জগন্নাথ দেওয়ানী আদালতে অর্পিত হইয়াছে।

পারস্য ভাষা।

পরস্য ভাষার অনুকূল আমারদের এক জন পত্রপ্রেরকের দীর্ঘ এক পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম এবং কর্ম্মকারকেরদের এই ছুটির সময়ে রীতিমত সমাচার ও গপ্প দর্পণে অর্পণ করিতে অক্ষমহওয়াতে এই সুযোগে তদ্বিষয়ে অস্মদাদির নিজ অভিপ্রায় ও কিঞ্চিৎ লিখিলাম।

আমারদের বোধ হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এমত মানস করিয়াছেন যে ক্রমেং পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিয়া দেশীয় তাবৎ সরকারী কার্য্য দেশীয় ভাষা অর্থাৎ পশ্চিম প্রদেশে উর্দ্দু বা হিন্দবী ভাষা বঙ্গাদি প্রদেশে বঙ্গ ভাষাতে নির্ব্বাহ করিবেন। এবং সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মে এতদর্থ তাহা একেবারে না করিয়া ক্রমশঃ করিবেন। আমারদের এমত দৃঢ় প্রত্যয় আছে আর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে দেওয়ানী বা কালেকটরী আদালতে পারস্য ভাষার গন্ধও থাকিবে না। নীচে লিখিত স্থানে পারস্য ভাষা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে বিশেষতঃ সাগর ও নর্ম্মদা দেশে শ্রীযুত সোর সাহেব তাবৎ সরকারী কার্য্য পারস্য ভাষা উঠাইয়া হিন্দবীতে চালাইতেছেন। দিল্লীর দেওয়ানী আদালতে শ্রীযুত মেটকাফ সাহেব পারস্য ভাষা উঠাইয়াছেন এবং আলাহাবাদের সদর বোর্ড এমত হুকুম দিয়াছেন যে পশ্চিম প্রদেশে সরকারী রাজস্বসম্ক্রীয় যত কার্য্য তাহা প্রজা লোকের ভাষাতেই নির্ব্বাহ হইবে এবং তাবৎ কাগজ পত্র ঐ প্রদেশীয় ভাষায় কোন স্থানে দেবনাগর কোন স্থানে পারস্যে যে স্থানে যেমন অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহাতে লিখিত হইবে। বঙ্গদেশে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষাতে কার্য্য সম্পাদন কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইতে পারে যেহেতুক সিবিলসম্ক্রীয় সাহেবেরা যেমন হিন্দবী ভাষাতে পটু তেমন বঙ্গভাষাতে নহেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই উত্তম কার্য্য কেবল পশ্চিম প্রদেশে আরম্ভ করিয়া যে অন্যান্য প্রদেশে স্থগিত করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ইহার পূর্ব্বে কেহং এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী ভাষা আদালতে চলিত হয় কিন্তু তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের কেবল অধিক অনিষ্ট হইত যেহেতুক প্রজারা যেমন পারস্য ভাষাভিজ্ঞ তেমন ইঙ্গরেজী ভাষাও জানেন না এবং এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষাতে সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহকরণক্ষম এমত লোক অত্যল্প অতএব বোধ করি যে পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের যে এক প্রকার কল্প হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করা গিয়াছে। আমারদের বোধ আছে যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গাদি দেশে বঙ্গভাষা প্রচলিত করণেতে দেশের পরম হিতের সম্ভাবনা সামান্যতঃ প্রজালোকেরাও তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন এবং এইক্ষণে যে ভাষা কেবল আমলালোকেরা বুঝিতে পারেন এমত ভাষাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে অতএব মোকদ্দমার বিলম্বকরণার্থ এবং তাহা শীঘ্র নিষ্পাদ

Bombay.

We understand that a complete (Khilaut 3½ Poshaks) was lately presented by the Right Honourable the Governor at Dapooree, to Rao Saheb P. Venkut Rao, Principal Commissioner of Belgaum, and late acting Native Judge of Dharwar, as a mark of the sense entertained by government of his merits and services. We observe from the official Gazette, that the title of "Rao Bahadoor" has also been conferred upon him.

We have great pleasure to announce, that the native education Society have chosen Dadoba Pandoorung and Nana Narayen to proceed to Indore, in order to attend upon the young chiefs of Jowra and Jabooa, as English tutors, on a salary of 125 per month. Both of these young men are known to most of our readers as the authors of several Marathee works; and the Society could not have selected better individuals to take charge of such an important trust, as the education of two Rajpoot chiefs.

We hear that a Bhatia woman left Bombay about two weeks ago for Jaffrabad, which belongs to the Siddee, in order to immolate herself, as *Suttee*, on the pile of her deceased husband. This, we are told, was the first instance of a woman of this caste having left Bombay for this purpose.

But what will our readers think, when we tell them, that a woman of the same caste embarked on a boat on Wednesday for Jaffrabad, with an intention of burning herself with the bones of her son, declaring that he was her husband in former life? When she was asked for a proof of what she said, she squeezed her hands, and lo! the red powder *(Koonkoo)* was observed to fall from them. This miracle satisfied the curious spectators assembled around her, who shouted her with applause on her embarkation. We derive this information from one of the people present at the spot; so no doubt need be entertained as to the truth of the story.—*Bomb. Durpun.*

Murder at Agra.

We learn from the Agra Ukhbar, that on the evening of the 4th Sept. about half past nine at night, a man went to the lines of the 61st Regiment and enquired for a sepoy named Juggurnauth Sing, who came out, and desired to know why he was wanted; on this the man pleaded an apology, saying he had mistaken the Lines, that Juggurnauth of the 27th Regt. was the man he was in search of, and went away; shortly afterwards he returned, and Juggurnauth on seeing him said, Now I am convinced, you are a thief, and I will take you to the Quarter Guard, and immediately went into his hut for a tulwar; a woman here interfered, whom Juggurnauth immediately kicked down and inflicted one wound on the head, and another on the breast, of which she immediately died, and then rushed away. A young recruit of the 61st hearing the row, pursued Juggurnauth and threw himself upon him, and in the scuffle that ensued, the recruit was killed by two sabre cuts.

The murderer, Juggurnauth, has been consigned to the Civil power.

The Persian Language.

We publish this week a long letter from a native correspondent in defence of the Persian language. And we take the opportunity of the present Holidays when we are unable to furnish our usual supply of news and gossip (gup) to say a few words on the subject.

We believe that it is the full intention of Government gradually to abolish the use of the Persian language and to conduct all the public business of the country in the vernacular languages, namely, in Hindee or Hindoosthanee in the western, and in Bengalee in the lower provinces. This change is to be gradual, in order that public business may not suffer; but we believe that ten or fifteen years hence Persian will entirely disappear from our judicial and fiscal Courts. It has already been abolished in the following places. In the Saugur and Nerbudda territories the Honourable Mr. Shore has substituted Hindee for it in the transaction of all public business. In the Civil Court at Delhi, Mr. Metcalfe has abolished the use of Persian. And the Board of Revenue at Allahabad have directed that every transaction connected with the public revenue shall be conducted in the language of the people, and that all papers shall be written in the language of those provinces, either in the Deva Nagree or in the Persian character, according to its currency. In Bengal the change of Bengalee for Persian may possibly take place at a later period; because the gentlemen of the Civil Service, have less knowledge of the Bengalee than of the Hindee; but it is not to be supposed that after having begun this good work, Government will allow it to stand still. At one time it was urged by many that English should be substituted for Persian, but this would only have been to make matters worse than they were; English being as little known among the body of the people as Persian; and the number of persons capable of conducting public business in English being comparatively small. The idea of introducing English into the Courts has therefore, we think, been abandoned.

নার্থ আসামী ফরিয়াদীরদের স্থানে আমলারদের টাকা উপার্জনের বিলক্ষণ উপায় আছে কিন্তু যখন আদালতের তাবৎ কার্য্য দেশীয় ভাষাতে নির্ব্বাহ হইবে তখন প্রজালোকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে আমারদের কি হইতেছে এবং তাহাতে আমলারদের প্রবঞ্চনার উপায় অল্প হইবে মোকদ্দমাতে বিলম্বেরো তাদৃশ কারণ থাকিবে না। দেখুন এই ক্ষণে কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইতেছে সাক্ষিরদের তাবৎ জবানবন্দী যে ভাষা সাক্ষিরা কিছুমাত্র জানে না সেই ভাষাতে লেখা যাইতেছে সেই ফর্দে তাহারদের নাম লিখিতে হইতেছে এবং এই প্রকার লিখিত জবানবন্দী দেখিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে কিন্তু যদ্যপি ঐ সকল জবানবন্দী সাক্ষিরদের নিজ ভাষাতে লিখিত হইয়া তাহারদের নিকটে পাঠ করণের পর তাহাতে তাহারদের নাম লেখা যাইত তবে কিপর্য্যন্ত যথার্থ বিচারহওনের সম্ভাবনা না হইত। এবং জজ সাহেবেরদের বঙ্গভাষা কহিতে ও লিখিতে যদি আবশ্যক হইত তাহাতেই বা দেশের কিপর্য্যন্ত মহোপকার না হইত। ইহার পূর্ব্বে কোনং জিলাতে এতদ্রূপ ব্যবহার ছিল এবং হইতে পারে এইক্ষণেও কোনং জিলার জজ সাহেবেরা বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন। ফলে জজ সাহেবেরা যখন প্রজারদের সঙ্গে প্রজারদের ভাষাতে কথা কহিতে পারেন এবং প্রজারা জানেন যে আমরা যাহা কহি তাহা সাহেব অনায়াসে বুঝিতে পারেন তখন জজ সাহেবেরদের প্রতি প্রজারদের যৎপরোনাস্তি বিশ্বাস সম্ভবে।

আমারদের পত্রপ্রেরক মহাশয়ের ভয় আছে যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গাদি ভাষা ব্যবহৃত হইলে আদালতের অনেক আমলারা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন কিন্তু তাহা কিনিমিত্ত হইবেন প্রায় তাবৎ আমলারাই বঙ্গভাষা জ্ঞাত আছেন এবং জবন আমলারাও বঙ্গভাষা কহিয়া থাকেন এবং তাহা লিখন পঠনের অভ্যাস করিতেও তাদৃশ পরিশ্রম হইবে না কিন্তু যদ্যপি এমত হয় যে এতদ্দেশীয় কএক জনমাত্র আমলার বঙ্গভাষানভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় তথাপি তাহাতে কেবল অল্প লোকের ক্ষতি কিন্তু দেশীয় ভাষাতে দেশীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হওয়াতে দেশময় তাবৎ লোকেরই লাভ।

আমারদের বোধ আছে যে এতদ্রূপ ভাষা পরিবর্ত্তনাদিকরণেতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দেশহিতৈষিতার নূতন এক মহা চিহ্ন দৃষ্ট হইবে যেহেতুক মোসলমানেরদের রীত্যনুসারে কার্য্য না করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনারদের ভাষা দেশের মধ্যে চালান নাই কিন্তু ভাষার পরিবর্ত্তন কল্পে প্রজারদের মঙ্গলার্থ দেশীয় ভাষা চালাইতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং প্রজা লোকেরদিগকে জজ সাহেবের ভাষা শিক্ষা করিতে হুকুম না দিয়া জজ সাহেবেরদিগকে প্রজালোকের ভাষা শিক্ষিতে হুকুম দিতে উদ্যত আছেন।

দেশব্যাপিয়া বঙ্গভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার হওয়াতে ঐ ভাষার লিখন পঠনের অধিকতর পারিপাট্য হইবে। ইহার পূর্ব্বে অধিকাংশ প্রজালোক প্রায় আপনারদের ভাষা সাধুতারূপে লিখিতে বা পঠিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। দেখুন একেতো ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় প্রজারদের অজ্ঞাত অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাতে সম্বদ্ধ তদুপরি লৌকিক তাবৎ কার্য্য অর্থাৎ আদালতের মোকদ্দমা ইত্যাদি বিদেশীয় অর্থাৎ পারস্য ভাষাতে নির্ব্বাহ হইতেছে অতএব তাঁহারদের নিজ বঙ্গভাষা লিখন পঠনের অত্যল্পমাত্র প্রয়োজন ছিল কিন্তু যদি ঐ বঙ্গভাষা পুনর্ব্বার দেদীপ্যমান হইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের তাবৎ কার্য্যে চলে তবে ঐ ভাষার অত্যন্ত ব্যবহার হইবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক তাহাতে নিপুণ হইতে যত্নবান্ হইবেন এবং তাহার অধিক ব্যবহার হইলে সুতরাং তাহার সাধুতারো অধিক বৃদ্ধি হইবে।

পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা চলনেতে অন্যান্য হিতজনক বিষয়সম্ভাবনার বর্ণনও আমরা করিতে পারি কিন্তু এই ক্ষণে ক্ষান্ত্যবলম্বন করা গেল। আমারদের নিতান্ত বোধ আছে এই ব্যাপারেতে প্রজারদের যেমন সন্তোষ জন্মিবে এমন অপর কোন কর্ম্মেতে নহে। দেশাধ্যক্ষেরা রাহাদারী মাসুল রহিতকরণের দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে প্রজা লোকেরদিগকে আপনং সম্পত্তি ও পরিজনাদি লইয়া স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ গমনাগমনের অনুমতি দেওয়াতে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত বাধিত আছেন যে তাহার বর্ণন অসাধ্য ইহার উপরেও গবর্ণমেণ্ট হিতৈষিতা স্বভাবে যখন পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিবেন তখন প্রজারদিগকে বাধিতকরণের আর কি বাকি থাকিবে।

নগরের শোভা।

এতদ্দেশের মধ্যে নানা নগর ও গ্রামে রাস্তা সাঁকো পুষ্করিণীপ্রভৃতি হিতজনক বহুবিধ কর্ম্মকরণের দ্বারা নগরাদি সুশোভিত করিতে গবর্ণমেণ্ট পরমেচ্ছুক আছেন এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুত মেকনাটন সাহেবের নীচে লিখিত পত্র সর্ব্বত্র সাহেব লোকেরদের নিকটে প্রেরণ হইয়াছে।

জুদিসিয়ল সেক্রেটরী শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গলস সাহেব বরাবরেষু।

ভারতবর্ষের মধ্যে সুসমৃদ্ধ ও প্রজাপরিপূর্ণ নানা নগরের নির্ব্বিঘ্নতা ও সুখ বর্দ্ধনার্থ নগরীয় যেং কার্য্যকরণ আবশ্যক উচিত বোধ হয় তাহা সম্পাদনের উপায় বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের সংপ্রতি মনোযোগ হইয়াছে।

২। অতএব শ্রীলশ্রীযুক্ত হজুর কৌন্সেলের এমত বিবেচনা হইয়াছে যে এই রাজধানীর অধীন তাবৎ প্রদেশে নগরীয় মাসুল উঠাইয়া দেওয়াতে নগরীয় লোকেরদের স্বচ্ছন্দে বাসকরণার্থ যেং উত্তম কার্য্যের আবশ্যক সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহক ব্যয়ের নিমিত্ত মহাং নগর ও গণ্ড গ্রামবাসি লোকেরদিগকে অর্থ প্রদান করণের অনুমতি করিতে অযথার্থ হয় না এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন প্রদেশে নগরীয় মাসুল অদ্যাপি উঠান যায় নাই অতএব যখন তত্তৎ রাজধানীর অধীন প্রদেশের নগরীয় মাসুল উঠায়নের কল্প হইবে তখন ঐং মহানগরের শোভার্থ একেবারে সমুদায় মাসুল না উঠাইয়া কিঞ্চিৎ রাখা উচিত বোধ হয়।

৩। অতএব শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা করিয়াছেন যে নগরীয় শোভার্থ উক্ত প্রকার খরচ যোগাইবার নিমিত্ত কোন সাধারণ নিয়ম স্থির করা উচিত এবং এই বিষয়ে উপযুক্তমতে বিবেচনানিমিত্ত নানা বিষয়ের তত্ত্ব প্রাপণার্থ আপনার প্রতি এইক্ষণে হুকুম করা যাইতেছে যে বঙ্গ দেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বঙ্গদেশের অধীন জিলার মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদিগকে লিখিয়া নীচে লিখিত প্রশ্নের উত্তর লইবেন।

We think that the substitution of Bengalee for Persian in the lower provinces will prove a blessing to the country, and that it will be generally satisfactory to the people. At present suits are conducted in a language which scarcely any one but the Amlas comprehends; and hence they have every opportunity for delaying them, and for making suitors pay them large sums for speed money. But when every thing is transacted in the Courts in the native language, the people will understand what is going on, there will be less room for roguery, and less cause of delay. It is a strange anomaly that the depositions of the witnesses should be written down in a language which they do not understand, and that they should be required to put their names to such papers; and that the cause should be decided mainly upon such testimony. How much better would the ends of justice be answered if these depositions were written down in the language of the witness and then read over to him, before he put his name to them. It would also prove of immense benefit that the European Judges should be obliged to learn to read and speak Bengalee. In some few zillas this was formerly the case, and perhaps it is so still in some places; and the poor always felt confidence in the Judge when they could address him in their own language, and knew that he could understand all they said.

Our correspondent is afraid that the substitution of Bengalee for Persian, will deprive the officers of the Courts of their situations. But why should this be the case? Almost all the Amlas are acquainted with Bengalee; even the Mahomedan Amlas are in the habit of speaking it, and it will be no trouble to them to accustom themselves to write it. If however it should happen that some few native officers lose their appointments through their ignorance of Bengalee, this is not to be put in comparison with the benefit which a whole nation would reap from having their business transacted in their own language.

We think that the Hindoos will in this step see a new proof of the benevolence of the British Government. Instead of following the example of the Mahomedans, and making their own language the language of the Courts, they have determined in the event of any change to give the people the use of their vernacular tongue; and instead of making the people learn the language of the Judge that they may obtain justice, have resolved that the Judge shall learn the language of the people.

The extensive use of the Bengalee language throughout the country will serve very much to improve that language. The great body of the people may be said to have forgotten enitrely how to write their own language correctly; all their religious precepts are locked up in a foreign language; and all their civil business is also transacted in a foreign tongue, so that the people have little occasion for writing Bengalee. But when it becomes the language of public business, the language of the civil and police and revenue Courts, it will be brought into general use; and a great many more individuals will endeavour to acquire a knowledge of it, and this extended use will lead to its being greatly improved.

We could enumerate many other benefits as likely to flow from the substitution of Bengalee for Persian; but these are sufficient for the present. We do not think that it is possible for Government to adopt any measure which can be more grateful to the people than this. The natives already feel grateful beyond expression to their rulers for having abolished the transit duties, and for having permitted them to transport their property and their families through the country, without molestation; when the Persian language shall have been abolished, their gratitude will become more intense.

Improvement of Towns.

Government are very anxious to improve the various cities and towns throughout the country by the construction of roads, bridges, ponds, and other conveniences for the people; and with this object in view the following circular has been addressed to the various local functionaries:—

To R. D. Mangles, Esq.
Sec. Judicial Dept.

Sir,—The attention of the Supreme Government has recently been attracted to the question of providing means for carrying into effect such municipal improvements as may be necessary or desirable, for the security or comfort of the numerous opulent and populous towns throughout India.

2. It has occurred to his Lordship in Council, that as the town duties have now been given up within the Presidency of Fort William in Bengal, the inhabitants of the large towns may fairly be called upon to contribute to defraying the expense of such improvements as are required for their own convenience, and that within the presidencies of Fort St. George and Bombay, (where the town duties have not yet been given up) it may be proper that a portion of that impost may be reserved when the boon, that has been lately granted to the towns of the presidency of Fort William in Bengal, may be extended to those of Fort St. George and Bombay.

3. It is desirable, in the opinion of the Governor General in Council, that some general plan should be devised to meet the municipal contingent expences of the nature adverted to, and in order to obtain the best available materials for forming an opinion on the subject, I am directed to request that you will, with the sanction of the Right Honourable the Governor, obtain replies from the several Magistrates within the presidency of Bengal to the following queries:—

প্রথম আপনার জিলান্তঃপাতি বৃহৎ২ নগরে রাস্তা ও প্রাচীর মেরামৎ করণার্থ ও নগর পরিষ্কৃত রাখণার্থ এবং নগরবাসি লোকেরদের সামান্যতঃ স্বাস্থ্য ও সুখ বর্দ্ধনার্থ কি উপায় আছে।

দ্বিতীয় যদ্যপি উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ কোন টাক্স বা কর নিরূপিত থাকে তবে তাহার ভাব ও রীতি ও কিরূপে তাহা আদায় হইতেছে ইত্যাদি বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় যদি এমত টাক্স অথবা কর নগরীয় মাসুলের অংশ বলিয়া বা পৃথকরূপে আদায় হইতেছে এবং যদ্যপি নগরীয় মাসুল উঠান যায় তবে তাহার সঙ্গেই ঐ টাক্স উঠিয়া যাইবে কি আদায় হইতে থাকিবে তাহা লিখিবেন।

চতুর্থ যদ্যপি নগর পরিষ্কারাদিকরণের ব্যয় নগরীয় মাসুল হইতেযোগান যাইতেছে তবে ঐ নগরীয় মাসুল উঠিয়া গেলে ঐ সকল খরচ কিরূপে যোগান যাইতে পারে তাহা লিখিবেন।

পঞ্চম যদ্যপি আপনি ঐ সকল খরচ নগরবাসি লোকেরদের উপরে টাক্স বসাইয়া আদায়করণের পরামর্শ দেন তবে আপনার জিলার মধ্যে কোন২ শহরে তদ্রূপ কার্য্য করিতে পরামর্শ হয় এবং কিরূপ উপায়ের দ্বারা ঐ কর আদায় ও ব্যয় করিতে আপনি পরামর্শ দেন কি ঐ নগরনিবাসি লোকেরদের একটা কমিটির দ্বারা কি সরকারী কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা কি সরকারী কর্ম্মকারক ও নগরবাসি লোকেরদের ঐক্যতাপূর্ব্বক এক কমিটির দ্বারা।

ষষ্ঠ। আপনার জিলার মধ্যে নানা নগরের মেরামৎ ও পরিষ্কারাদিকরণার্থ প্রতি বৎসরে কত টাকা লাগিবে তাহা আপনি একটা অনুমান করিয়া লিখিবেন এবং কি প্রকারে ঐ টাকা আদায় করিলে লোকের উপর অল্প ভার লাগে তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

উলিয়ম হে মেকনাটন।

৩০ মে ১৮৩৬।

প্রেরিত পত্র।

দর্পণকপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।

আমি আপনকার নিকটে বিশেষরূপে এই অনুরোধ করিতেছি যে নীচে লিখিত কএক পঁক্তি আপনি দর্পণের এমত স্থানে অর্পণ করিবেন যে তাহাতে শহর শ্রীরামপুরের কর্ত্তা সাহেবেরদের দৃষ্টিপাত হয়।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দীনদরিদ্র প্রজারা পয়সার বিষয়ে বহুতর ক্ষতি ও ক্লেশ ভাগী হইতেছে. দেখিয়া তাহারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক কলিকাতার টাকশালের অধ্যক্ষ সাহেব ও প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব ইশতেহার দ্বারা ঘোষণা করিয়া ঐ ক্লেশ দূর করিয়াছেন ঐ ইশতেহার গত মাসের ২৯ তারিখের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে আমি পাঠ করিলাম অতএব আমার ভরসা হয় যে এই শহর শ্রীরামপুরের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ও কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেবেরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুযায়ি কার্য্য করিয়া এই শহরের দীন প্রজারদিগকে তদনুরূপ উপকার করত পয়সার বিষয়ে যে বলবৎ বিঘ্ন আছে তাহা দূর করেন এমত না হইলে এইশহরের বণিকেরা কখন সহজে স্বভাব ত্যাগ করিবে না।

কস্যচিৎ শ্রীরামপুরস্থ দরিদ্র প্রজাজনস্য।

1st. In the large towns of your district, what method is resorted to for repairing the walls and streets, for promoting the cleanliness of the town, and for the general preservation of the health and comfort of the inhabitants?

2d. If any tax or impost is collected for municipal purposes, be pleased to detail the nature and particulars of it, and the mode in which it is collected.

3rd. Is such tax or impost collected separately from or as a part of the town duties, and supposing these duties to be abolished, would such tax or impost be absorbed in them, or continue to be levied.

4th. If the expense of cleaning and repairing the town is charged to the town duties, how would you propose to defray the charge in the event of the town duties being no longer available.

5th. If you would propose to defray such expenses by means of a tax on the inhabitants, to what towns in your district would you propose to extend the plan, and by what means would you levy and disburse the amount assessed, whether by a committee of the inhabitants, or by means of the servants of Government, or by a committee composed of both classes.

6th. Be pleased to afford the best information in your power as to the sum annually required for the cleaning and repairing of the several towns, with your sentiments as to the least exceptionable mode of raising it.

I have, &c.

(*Signed*) W. H. MACNAGHTEN,
Sec. to the Govt. of India.

Council Chamber, 30*th May*, 1836.

Correspondence.

To the Editor of the Durpun.

SIR,—Allow me to beg of you as a particular favour to give the following lines such a place in your precious Durpun, that it may easily catch the eyes of the authorities of the settlement of Serampore.

As the British Government, having felt the great difficulties and loss to which the poorer classes of their subjects were subject with regard to the rate of Copper Currency, have shown great kindness towards them in relieving them from those difficulties by issuing notifications through the Mint Master and the Chief Magistrate of Calcutta, which have appeared in the Friend of India of the 29th ultimo, I am led to hope that our excellent Governor and Members of the Royal Council, will not hesitate to follow the example of the British Government and grant us the poor subjects of the settlement similar indulgence, and remove the difficulties with regard to the Copper Currency; unless this is done, the banians of the town will never be brought to their senses.

I remain, Sir,
Your most humble Servant,
A poor Subject of Serampore.

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আপনকার ১০ তারিখের দর্পণ পাঠ করিয়া এক জন উন্মাদ পত্র প্রেরক R.C. নাম ধারণ করিয়া কত পাগলামি প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমার বর্ণন করা অসাধ্য অতএব আমি এই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি বোধ করি যে তাঁহারা পূর্ব্বে এই বিষয় জ্ঞাত না থাকিবেন।

লেখক পাগলামি করিয়া লেখেন যে আদালতের কার্য্যে পারস্য ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট যেহেতুক তাহাতে অনেক কথা লাগে এবং অক্ষর বড় জড়াও এবং এক বিন্দুতেই অর্থের ব্যতিক্রম হয়। হে সম্পাদক মহাশয় আমি বোধ করি যে লেখক পারস্য ভাষাতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ এবং কখন আলেপ বেও শিখেন নাই যদি এমত না হয় তবে অবশ্যই তিনি ঈর্ষাপূর্ব্বক ঐ প্রস্তাব লিখিয়াছেন এইক্ষণে আপনি ইহা বিবেচনা করুন যে ঐ ভাষার মধ্যে দোষ কি তাঁহার দোষ আছে যদি তাঁহারই দোষ থাকে তবে তাঁহার উক্তির বিপরীত লিখিতে আমার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। সকলই জানেন যে ব্যক্তি যে বিষয়ের কিছু জানেন না সেই বিষয়ের তিনি কিছু প্রমাণ দিতে পারেন না তবে সেই অযোগ্য লেখক পারস্য ভাষার বিষয়ে কিছু মাত্র না জানিয়া কিরূপে পারস্য ভাষার বিপরীতে লিখিতে সাহসী হইলেন। যাঁহারা পারস্য ও ইঙ্গরেজী ভাষা উত্তমরূপে জানেন তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিবেন যে ঐ লোকের সামান্য বুদ্ধিও নাই। তিনি আরো লেখেন যে আদালতের কার্য্যে যে সকল ভাষা ব্যবহার হইতে পারে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট পারস্য ভাষা যেহেতুক তাহার আকার প্রকার অতিমন্দ লিখিতে অনেক কথা লাগে এবং অনেক কথা দুইবার লিখিতে হয় অক্ষর সকল জড়াও ও পরস্পর অতিসংলগ্ন এবং এক বিন্দুতেই অর্থের ব্যতিক্রম হয় তাহাতে অতিপ্রতারক লোভি আমলারদের অন্যায়রূপ অর্থ লওনের বিলক্ষণ উপায় হয়। যাহাতে লক্ষ২ লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি এমত মোকদ্দমাসকল তাঁহারদেরই হাতে থাকে আমার বোধ আছে যে এই কথা সত্য নহে কিন্তু যদ্যপি সত্য হয় তবে যেবেরা পারস্য ভাষা জ্ঞাত নহেন এবং স্বাভাবিক এমত অনুৎসাহী যে কেবল আমলারদের কথাক্রমেই চলেন ঈদৃশ ব্যক্তিরদিগকে যে গবর্ণমেণ্ট জজ ও কালেক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত করেন ইহা নিতান্ত অনুচিত। সিবিল সম্পর্কীয় সাহেবেরা কলিকাতায় পঁহুছিলে প্রথমেই পারস্য ও বঙ্গ ভাষা শিক্ষার্থে ফোর্ট উলিয়ম কালেজে নিযুক্ত হন তাঁহারা কি ঐ ভাষা উপযুক্ত মতে অভ্যাস করেন না যদ্যপি করেন তবে কিরূপে লেখক কহেন যে ঐ সকল সাহেবেরা পারস্যের কথা ও অক্ষর বুঝিতে পারেন না। হে সম্পাদক মহাশয় লেখকের অনভিজ্ঞতা দেখুন তিনি লেখেন যে পশ্চিম প্রদেশে উর্দু ভাষাতে তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে ভাল হয়। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিযদ্যপি উর্দু ভাষা পারস্য অক্ষরে লেখা যায় তবে তাহাতে কি কোন বিঘ্নজনক বিন্দু থাকিবে না যদ্যপি ঐ ভাষা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হয় তবে অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেবেরদের নিকটে আমলারদের পূর্ব্ববৎ পরাক্রমই থাকিবে। যদ্যপি ঐ সাহে

To the Editor of the Durpun.

SIR,—Perusing your Durpun of the 10th instant, I am at a loss, Mr. Editor, to consider how much foolishness R. C., a correspondent of your journal, has shown in the paper, even beyond the power of the tongue to relate. Therefore I lay the case before the public, who, as I think, are wholly unaware of it.

The writer foolishly states, that the Persian language is the worst that can be used in the Court proceedings, not only because its idiom is verbose, but also because the characters are interwoven one with another, and it is dependant upon a single dot. From this, Mr. Editor, I conceive that the writer is wholly ignorant of the Persian language, nor has he ever learnt its alphabet. If this be not the case, he must have written through jealousy and envy. Now consider whether the fault is in the language or in him? If it be the latter, then I must not take so much trouble as to write against it, for he has sufficient right to write so. It is known to all that a person cannot give any evidence on a subject which he does not know; then how could that unworthy writer dare to write against the Persian language when he knows nothing of it? Ask any learned men skilled both in the Persian and English, and they will declare that the writer is certainly careless and also void of common sense. He further adds, "that the Persian language is susceptible of change, and thereby affords a prolific source of illegal gain to the crafty and dishonest underlings who are the sole instruments in the management of suits involving the interests of millions of men." I do not think that this statement is true; but on the other hand, if it be so, then it is very improper for the Government to trust such persons with the offices of a Collector, a Judge, &c. who are ignorant of the Persian language, and who are so weak as to depend solely on the words of the Amlas. Are not the Civil servants on their coming to Calcutta admitted into Fort William College to learn Persian and Bengalee, and do not they acquire there a competent knowledge of these languages? And if they do, then how is it possible that they cannot read or understand the Persian phrases? See Mr. Editor the unskilfulness of the writer, who states, that it would be better if all the transactions of the upper provinces were carried on in the Oordoo language. I ask him will the Oordoo language be free from the dots if it be written in the Persian character; or if, on the other hand, in the Deb Nagree, then will not the Amlahs enjoy the same privileges which they do now, before the unskilled Europeans, who, if they cannot read the Persian Roobakarees, will not be able to read the Nagree or the Bengalee. What reason is there that the Amlas should not be able to take any bribes in the Bengalee or in the Nagree proceedings, when they can take the same in the

বেরা পারস্যের রুবকারী পঢিতে না পারেন তবে কি তাঁহারা বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে লিখিত রুবকারী পড়িতে পারিবেন। পুনশ্চ পারস্য ভাষাতে রুবকারী লিখিত হইলে যদ্যপি আমলারা উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারেন তবে কি বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে লিখিত হইলে তাহা করিতে পারিবেন না। যদি বল যে বঙ্গ ভাষা পারস্যঅপেক্ষা সহজ অতএব এই ভাষাতে তাবৎ কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ হইলে ইউরোপীয় সাহেবেরাও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ইহা এক প্রকার সত্য এবং আদালতের কার্য্যসকল যদি বাঙ্গলা ভাষাতে নির্ব্বাহ হয় তাহাতেও দেশের কিঞ্চিৎ হিত হইতে পারে বটে কিন্তু আমি এমত কহিতে পারি না যে অজ্ঞ ব্যক্তিরদের নিকটে পারস্যঅপেক্ষা বঙ্গভাষা সহজ। যে ব্যক্তি এক ভাষা শিক্ষিতে পারেন না তিনি যে অন্য এক ভাষা অনায়াসে শিক্ষিতে পারেন ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ অতএব যদ্যপি সাহেবলোকেরদের উপকারার্থ রুবকারী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যায় তবে এতদ্দেশীয় যে ব্যক্তিরা ইঙ্গরেজী ভাষা বুঝিতে পারেন না তাঁহারদের পক্ষে অনিষ্ট হইবে। এবং আমলারদেরও পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা থাকিবে যেহেতুক লেখক লেখেন যে পারস্য ভাষা জজ সাহেবেরাও বুঝিতে পারেন না প্রজারাও বুঝেন না এই নিমিত্ত আমলারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন কিন্তু এই কথাও যুক্তিসিদ্ধ নহে যেহেতুক মফঃসলে ইঙ্গরেজীতে বিজ্ঞ লোক অল্প পারস্যবিজ্ঞ অধিক যদ্যপি তাবৎ কর্ম্ম ইঙ্গরেজীতে নির্ব্বাহ হয় তবে প্রজারদের কিপর্য্যন্ত অনিষ্ট। যদি বল পারস্য ভাষা প্রজারদের নহে ও রাজারও নহে তবে গবর্ণমেণ্ট কি নিমিত্ত তাহা রাখেন। উত্তর মোসলমানেরা কি ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যের অধীন নহে যদ্যপি তাঁহারা রাজ্যের অধীন তবে কি তাঁহারা প্রজা নহেন। যদ্যপি পারস্য ভাষা উঠান যায় তবে মোসলমানেরদের এবং যে বাঙ্গালী পারস্য ভাষাতে বিজ্ঞ হইয়া সদরঃ সদুরীপ্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের কি গতি হইবে তাঁহারা কি অনাহারে মরিবেন তাঁহারদের বিষয়ে কি গবর্ণমেণ্ট কিছু মনোযোগ করিবেন না অবশ্যই করিবেন যেহেতুক গবর্ণমেণ্ট এমত পক্ষপাতী নহেন যে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষার পক্ষেই পক্ষ হইবেন। হে সম্পাদক মহাশয় লেখকের পক্ষপাত ও ঈর্ষা দেখুন তিনি লেখেন যে পারস্য ভাষা যদি অতি মনোযোগপূর্ব্বক বিজ্ঞ তারূপেও লেখা যায় তবু ঐ ভাষার ভাব ও গঠনপ্রযুক্ত অনেক অনিষ্ট আছে এবং পারস্য ভাষাতে অনেক বিনয়সূচক উক্তি আছে তাহাতে যুব সিবিল সাহেবেরদের অনেক গর্ব্ব বৃদ্ধি হয়। এইক্ষণে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি ইহা অতি অজ্ঞানের উক্তি লিখিয়াছেন ইঙ্গরেজীতে কি এমত কোন উক্তি নাই যে তাহাতে ঐ সাহেবেরদের গর্ব্ব বর্দ্ধন হয় না।

ইহা সত্য বটে পারস্য ভাষাতে অনেক আরোপ উক্তি আছে সে কেবল দৃষ্টান্ত ঘটিত। হাফেজের কাব্যে কিঞ্চিৎ মাত্র অপ্রকৃতোক্তি নাই তিনি কিপর্য্যন্ত উত্তম উক্তি না লিখিয়াছেন তাহা যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয় কাব্য মিল্টনের অপেক্ষা উত্তম নহে তথাপি তুল্য হইবে। সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি ও সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা অনেক২ পদে কর্ম্ম করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা পারস্য ভাষাতেও বহুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন অতএব ঐ ভাষার যে কত বিশেষ গুণ তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত আছেন তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিবেন যে

Persian. If you say that the Bengalee language is simpler than the Persian, wherefore if the business be carried on in this language, the Europeans will be able to understand it easily. This is true, and if the proceedings be in the Bengalee, it will be very beneficial for our countrymen, but at the same time I must not say that it is simpler for ignorant persons. It is quite contrary to reason, to suppose that if a man cannot understand one thing, he will be able to understand the other. Therefore if for the convenience of the Europeans the Roobakarees were written in the English, there would at the same time be some inconvenience on the side of the inhabitants who do not know the said language. Will not the Amlas enjoy the same privileges, for the writer states that the Persian language is neither understood by the Judges nor by the subjects, therefore the Amlas do whatever they wish. This is not good reasoning, because persons in the Mofussil know the Persian language better than the English. Now if all the proceedings be in English, what a great disadvantage would it be for them? If you say, that the Persian language is neither the language of the subjects, nor of the rulers; why then should the Government retain it? To this I say, are not the Mahomedans subject to the British throne? and if they be so, then how is it that they are not subjects? In case the Persian language should be abolished, where will the Mahomedans or even the Bengalees who are skilled in the Persian language, and are serving the offices of Sudder Suddoors, Moonsiffs, Sheristadars, &c. go? Are they to die for want of support, and will not the Government take any care of them? Yes, certainly they will, because they are not so partial as to declare only in favour of English. Observe, Mr. Editor, the partial feeling and the jealousy of the writer who states, that the Persian language how carefully and nicely soever it may be written, is from its construction liable to a great many abuses. And that it is also fraught with a variety of self humiliating phrases, tending to the pride of the young Civilians. Now, I ask, is not this conceived very narrow and vague? Cannot the English writing do the same; is there no such English word, that can also tend to the pride of the young Civilians?

It is true, that the Persian language is more addicted to flattery than to truth, but only with respect to the similes. Observe the sublimities of the style of Hafez (where lies not the smallest degree of adulation) which, if not better than Milton, is at least equal to him. Ask the Members of the Supreme Council and the Judges of the Sudder Dewannee Adawlut, who have passed through many offices, and have transacted affairs in the Persian language, and who know the real merit of the language; undoubtedly they will give their votes against the abolition of it. It is true, that all the respectable situ-

তাঁহারা পারস্য ভাষা উঠায়ন বিষয়ে কখন সম্মত হইবেন না। এতদ্দেশে অনেক প্রধান২ কর্ম্ম পারস্য ভাষাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের হাতে আছে বটে এবং যাঁহারা অতি পরিশ্রমপূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারদের কেরাণি ও মুহুরির কর্ম্মব্যতিরেকে অন্য কোন প্রধান কর্ম্ম নাই ইহাও সত্য বটে কিন্তু আমি লেখককে জিজ্ঞাসা করি যে কোন্ ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র ইঙ্গরেজীতে বিজ্ঞ হইয়া কেরাণি বা মুহুরির কর্ম্ম করিতেছেন। তবে তিনি কিনিমিত্ত পাগলের ন্যায় কতক গুলা বকিয়াছেন তিনি কি ইহা বোধ করিয়াছেন যে নীচ জাতীয় লোকেরা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষিলেই সরকারী উচ্চ২ পদ পাইবে যে ব্যক্তিরা ২৫ টাকার অধিক বেতনের যোগ্য নহে এমত ব্যক্তিরদিগকে ইঙ্গরেজী জানিলেই কি গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা না করিয়া প্রধান২ পদ দিবেন। এতদ্দেশের মহাহিতৈষি শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব ঐ মহা২ পদ এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট লোকেরদের নিমিত্তই সৃজন করিলেন তবে লেখক কি এমত অপেক্ষা করেন যে ঐ সকল পদ ছোট লোকেরদিগকে দেওয়া যাইবে। ইতর লোক ও বিশেষ আঢ্য লোকেরদের মধ্যে কি কিছু ইতর বিশেষ ভেদ থাকিবে না যদি এক জন কুলী ইঙ্গরেজী ভাষা জানে এবং অতিধনি ব্যক্তি পারস্য ভাষা জানেন তবে কি ঐ ধনি ব্যক্তিঅপেক্ষা কুলীর উচ্চ পদ হইবে। যদ্যপি তিনি ইহা অপহ্নব না করেন তবে কিরূপে সকল ব্যক্তিকেই বুদ্ধ জ্ঞানির ন্যায় সমান জ্ঞান করিবেন লেখক কি জানেন না যে পারস্য ভাষাভিজ্ঞ যত লোক তদপেক্ষা অধিক লোক ইঙ্গরেজী ভাষার বিরুদ্ধ আছেন। এতদ্দেশীয় তাবল্লোককে যদি একত্র করা যায় তবে অবশ্যই ইঙ্গলণ্ডীয় লোক অপেক্ষা তিন চারি গুণ অধিক হইবেন তাঁহারা আপনারদের অভিপ্রায় কখন ত্যাগ করিবেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে ঈদৃশ কুলেখকের পরামর্শ শুনিয়া কখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিবেন না। গবর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছা যে কোন প্রকারে সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেই হয় তাহা পারস্যতেই হউক বা ইঙ্গরেজীতেই হউক সমান কথা অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ পত্রলেখক কেবল ইঙ্গরেজী ভাষা মাত্র জানেন এবং অতিপক্ষপাতী।

পরিশেষে আরো এক বিষয় লিখি যদি গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষা নিতান্তই উঠাইয়া দিতে মানস করেন তবে তাঁহারদের উচিত যে ইঙ্গলণ্ড দেশে যেমন হেলিবরি কালেজ স্থাপিত আছে তেমনি কলিকাতা শহরের মধ্যে ধনিমানি ব্যক্তির সন্তানেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসার্থ এক বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাহাতে ছাত্রেরা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ হইলে যেমন সিবিলসম্পর্কীয় সাহেবেরা সর্টিফিকট পান তেমন ইহাঁরা সর্টিফিকট পাইয়া বিশেষ২ পদে নিযুক্ত হন।

কলিকাতানিবাসি কস্যচিৎ দর্পণ পাঠকস্য। R N M.

ations are held by the Persian scholars, while the present students of the English language, who are learning it with indefatigable labour and great attention, have no situation left for them except that of a Keranee or a Mohoree; but I ask, can the writer point me out a couple of rich men's sons who are skilled in the English, holding the office of a Clerk or a Mohorer? I think he cannot; then why does he always murmur or chatter like a fool? Does he think that the offices above alluded to will be given to persons of low origin and of mean birth, if they be learned in English literature? Will the Government be so foolish as to trust those high offices to persons who are not worth more than a salary of 25 Rupees? Has not Lord William Bentinck (the Benefactor of the Natives) made these high offices for the respectable inhabitants of this country; then how could he expect to have them for the poorer classes? Is it proper to have no distinction between noblemen and the people? Is it proper to give to a cooly a situation superior to a nobleman, in case the former be learned in the English and the latter in Persian? If all these questions be answered in the negative, then how does he expect to make all equal. Does not the writer know that the persons against the Persian are fewer than those against the English. If all the inhabitants of this country be assembled together, no doubt they will exceed the number of the English by three-fourths. They are resolute in their opinions, for they are certain that none of the writers of this kind will be able to induce the Government to abolish it, for the Government only requires to have its business managed, whether in the Persian or in English; hence it evidently appears that the writer knows only the English language and is a very partial man.

In conclusion I must make one observation more, that if the Government think fit to abolish the Persian language, they ought to establish a College in the town of Calcutta, in which only the sons of the noblemen of this country are to be admitted, like Hayleybury College in England; and that after the examination of these students, they are to have certificates like the Honourable Company's Civil Servants, and be appointed to those situations.

Yours truly,
R. N. M.
A Reader of the Durpun, and an Inhabitant of Calcutta.

কোম্পানির কাগজ।

৬ টাকা সুদের লোন	১৭	১৮	প্রিমিয়ম
পুরাতন ৫ টাকার লোন			
১ ক্লাস	৸০	৷৷০	ঐ
২ ক্লাস	১	৸০	ঐ
৩ ক্লাস	১৷০	১৸০	ঐ
মধ্যম ৫ টাকার লোন	০	০	ঐ
নূতন ৫ টাকার লোন	১৸০	২	ঐ
৪ টাকার লোন	১৸০	২	ঐ

বেঙ্ক সেরু।

বাঙ্গাল বেঙ্ক	৬০০০—৬২০০	প্রিমিয়ম

Government Securities.

6 Per Cent loan,	17 0	18 0 Prem.
Old 5 Per Cent loan,		
1st. Class,	0 4	0 0
2d. Class,	0 5	0 0
3d. Class,	4 0	3 8
Middle 5 per cent loan,	0 0	0 0
New 5 per Cent,	11 8	10 8
4 per Cent loan,	0 2	0 6 Disct.

Bank Shares.

B n of Bengal, ... Sa. Rs. 6000—6200.